Vol. 27 | No. 1 | 1983

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মীর মশাররফ রচনা-সম্ভার

Volume	27
Issue	1
Year	1983
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ মজির উদ্দীন
Published online	December 1, 1983
DOI	10.62328/sp.v27i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v27i1.4
Pages	198-203
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

গ্রন্থ-পরিচয়

Check for updates

মীর মশাররফ রচনা-সম্ভার ।। সম্পাদক : কাজী আবদুল মান্নান। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম খণ্ড, ১৯৭৬, পৃ. ১৪+৪২+৬৭৪=৭৩০, মূল্য : ৪০·০০ টাকা ; দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮০, পৃ. ৫১+৭৪৮=৭৯৯, মূল্য : ৫০·০০ টাকা।

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুসলমান লেখক মীর মশাররফ হোসেনের মৃত্যুর ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'য় (২৮শ খণ্ড) মন্তব্য করেছেন যে, "দুঃখের বিষয় বাংলা-দেশের এই প্রতিভাবান সাহিত্যিককে আজ আমরা নামেমাত্র চিনি ; তাঁহার জীবনীর এবং জীবনের সকল কীর্তির পরিচয় তাঁহার স্ব-সমাজের লোকও রাখেননা।" তিনিই প্রথম মশাররফ হোসেন সম্পর্কে তাঁর অমর-কীর্তি 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'-র ২৮শ এবং ২৯শ খণ্ডে বিস্তৃত পরিচয় দান করেন। নানা সূত্রে জানা যায় মীর মশাররফ অনধিক ৩৬ খানা গ্রন্থের লেখক ছিলেন কিন্তু সম্প্রতিকাল পর্যন্ত পাঠক-সমাজ তার অল্পেরই সংবাদ রাখত। যাঁরা তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখেছেন তাঁরাও তাঁর কয়েকখানা মাত্র রচনা চাক্ষুষ দেখেছিলেন। অবশ্যি সেই কয়েকখানা গ্রন্থের দ্বারাই প্রমাণ হয়েছিল যে মশাররফ হোসেন ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মুসলিম-লেখক এবং সামগ্রিকভাবে গত শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক।

পাকিস্তান আমলে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনার পরিচয় আবিষ্কারে ব্রতী গবেষক-বৃন্দ তাঁর জীবন ও কর্মের সম্যক পরিচয় তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। অধ্যাপক আবদুল লতিফ চৌধুরী, অধ্যাপক ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল প্রমুখ এ-বিষয়ে তৎপর হয়েছিলেন। এ-প্রসঙ্গে অধ্যাপক কাজী আবদুল মান্নানের অবদান ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি 'সাহিত্য পত্রিকা'য় মীরের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' সম্পর্কে প্রথম তথ্যভূয়িষ্ঠ আলোচনা করেন। তারপর তিনি 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা' (১৯৬১) গ্রন্থ রচনা করে গত শতকের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের যে পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেন তা মৌলিক এবং পথিকৃতের গৌরব দাবি করতে পারে। এ-গ্রন্থ রচনার কালেই মশাররফ হোসেনের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কৌতূহল জাগ্রত হয়। এবং তখন থেকেই তিনি মীরের রচনাবলী সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। কলকাতার বিভিন্ন গ্রন্থাগার, দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার এবং বৃটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগার-সূত্রে তিনি মীর মশাররফ হোসেনের অধিকাংশ গ্রন্থ সংগ্রহ করে গ্রন্থাবলী প্রকাশের আয়োজন করেন প্রাক্-স্বাধীনতা আমলে।

এই প্রকল্প-প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বাংলা একাডেমী। 'মীর মশাররফ রচনা-সম্ভার' ৫ খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনা হয়। সম্পাদক ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান রচনা-সম্ভারের প্রথমখণ্ডের ভূমিকায় বলেছেন যে, এই ৫টি খণ্ডে ১৬ খানা সম্পূর্ণ গ্রন্থ এবং ৩ খানা অসম্পূর্ণ গ্রন্থ থাকবে—এছাড়া ৮ খানা গ্রন্থ যা তিনি কলকাতা এবং লণ্ডনের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পড়েছেন অথচ সংগ্রহ করতে পারেননি, তারও পরিচয় দেবেন সংশ্লিষ্ট খণ্ডগুলোতে।

বিরাট এই প্রকল্পের প্রথম উপহার 'মীর মশাররফ রচনা-সম্ভার' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। বস্তুত অনেক বিলম্বে। এই খণ্ডে রয়েছে ১৪ পৃষ্ঠার 'ভূমিকা', ৪২ পৃষ্ঠার 'গ্রন্থ-প্রসঙ্গ' এবং ৬৭৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ৮ খানা গ্রন্থ। ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'রত্নবতী' এ-খণ্ডের প্রথমে সন্নিবেশিত হয়েছে, তারপর সংগ্রথিত হয়েছে 'গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী-সেতু' (জানুয়ারী ১৮৭৩), 'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩), 'জমীদার-দর্পণ' [(নাটক) ১৮৭৩], 'এর উপায় কি ?' [(প্রহসন) ১৮৭৫], 'গোজীবন' (মার্চ ১৮৮৯), 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (আগস্ট ১৮৯০)। সংযোজন অংশে মুদ্রিত হয়েছে ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত 'সঙ্গীত লহরী' প্রথম খণ্ড।

প্রথম খণ্ড প্রকাশের চার বছর পর 'মীর মশাররফ রচনা-সম্ভার' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে। এই খণ্ডের 'গ্রন্থ-প্রসঙ্গ' জুড়ে আছে ৫১ পৃষ্ঠা এবং মীরের মূল রচনা ৭৪৮ পৃষ্ঠা। এতে সন্নিবেশিত হয়েছে 'বিষাদ-সিন্ধু', 'তাহমিনা' [অসমাপ্ত গদ্য গ্রন্থ (১৮৯৭)], 'টালা অভিনয়' [নাটক, (১৮৯৭)], 'নিয়তি কি অবনতি' [উপন্যাস, (১৮৯৮-৯৯)], 'সৎপ্রসঙ্গ' [প্রবন্ধ (১৩০৫)], 'বিবি খোদেজার বিবাহ' [পদ্য (মে ১৯০৫)], 'হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ' [(পদ্য) আগস্ট ১৯০৫], 'উপদেশ' [পদ্য (১৩০৯)] এবং 'হজরত বেলালের জীবনী' [পদ্য (সেপ্টেম্বর ১৯০৫)]।

মশাররফ রচনা-সম্ভার প্রকাশ নিঃসন্দেহে বাংলা একাডেমীর এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। দুষ্প্রাপ্য এবং বিলুপ্ত-প্রায় মীর রচনাবলী প্রকাশের এই ব্যবস্থা একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন। ইদানীং কলকাতা থেকে ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ভূমিকা সংবলিত মশাররফ রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে—সংগ্রন্থনা এবং কলেবরে তা বাংলা একাডেমীর সংস্করণের চেয়ে অনাকর্ষণীয়, কিন্তু সেটি প্রকাশ করেছেন একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। আমাদের হাতে যে-খণ্ড এসেছে, তা থেকে মনে হয় তাঁদের কাজে আছে দ্রুতগতি, আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততা।

দুই দেশ থেকে যুগপৎ মশাররফ রচনাবলী প্রকাশের এই ব্যবস্থায় শিল্পী হিসেবে মীরের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় সহজেই। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত রচনা-সম্ভার তথ্যসমৃদ্ধ এবং রুচিশীলতায় উন্নতমানের, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তবে গ্রন্থ-প্রকাশের দীর্ঘ বিলম্ব অবশ্যই সুখের বিষয় নয়। প্রকল্প অনুমোদনের পর প্রায় দশ বছরে দু'খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। একই হারে সময় লাগলে উদ্দিষ্ট 'মীর মশাররফ রচনা-সম্ভার' প্রকাশে

সিকি শতাব্দী লেগে যাবার আশংকা অমূলক নয়। অবশিষ্ট তিন খণ্ড প্রকাশে আরও দশ বছর লাগলে জাতীয় সাহিত্য এবং গবেষণার ক্ষেত্রে তা অনুকূল হবেনা।

এই রচনা-সম্ভারের সম্পাদনার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সম্প্রতিকালে প্রাচীন, 'মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যে-রচনাবলী ইদানীং সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, তা বাংলাদেশের পাঠক-গবেষকদের প্রয়োজন মিটিয়েছে এবং বলতে গেলে এ-সব কর্ম আমাদের সাহিত্যে সমৃদ্ধিরও পরিচয় হয়ে দেখা দিয়েছে। অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই এবং অধ্যাপক আনোয়ার পাশা সম্পাদিত প্রাচীন সাহিত্য-নিদর্শন 'চর্যাপদ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' 'অন্নদামঙ্গল'; ডক্টর আহমদ শরীফের মধ্যযুগীয় পুথি-সাহিত্য সম্পাদনা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। অধ্যক্ষ হাই এবং অধ্যাপক পাশা যে-সব গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন সেগুলো একটি বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় জীবনে বিশেষ মূল্যের সূচক। তবে সেগুলোর মধ্যে আবিষ্কারের গৌরব নেই। ডক্টর শরীফ সম্পাদিত পুথি-সাহিত্যসমূহ যেমন দূর অতীতের যুগ ও জীবন-প্রেক্ষিতের সন্ধান, তেমনি আবিষ্কারের মূল্যেও মহীয়ান। আধুনিক সাহিত্যের উল্লেখ যোগ্য সম্পাদনা কর্মের ক্ষেত্রে কবি আবদুল কাদির এবং ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের প্রয়াস স্মরণীয়। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলী, সিরাজী রচনাবলী, মাশহাদী রচনাবলী, আবুল হুসেন রচনাবলী ইত্যাদি গবেষক ও পাঠক সমাজে অভিনন্দন লাভ করেছে। ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের মধুসূদন রচনাবলী (দুই খণ্ড), প্যারীচাঁদ রচনাবলী ইত্যাদি রচনাসংগ্রহ ষাটের দশকে অনার্স এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পঠন-পাঠনে যেমন সহায়ক হয়েছিল; তেমনি সহায়ক হয়েছিল চেতনার ক্ষেত্রে বাঙালী মানসে প্রগতিশীল আবহাওয়া সৃষ্টিতে।

ডক্টর কাজী আবদুল মান্নানের সম্পাদনাকর্ম ভিন্নতর মূল্যের দ্যোতক। মশাররফ রচনা-সম্ভার সংগ্রহ, সম্পাদনা এবং এর গ্রন্থ-প্রসঙ্গ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক প্রায়-লুপ্ত সম্পদের আবিষ্কার এবং একটি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অধ্যায়ের উন্মোচন। এই সম্পাদনাকর্ম এবং প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ-পরিচিতি স্বয়ং গবেষণাকর্মরূপে পরিগণিত হবার যোগ্য। মশাররফ হোসেন ছিলেন অসাধারণ সমাজ-সচেতন ব্যক্তি এবং শক্তিমান গদ্য-শিল্পী। মৃত্যুর পর মাত্র চল্লিশ বছরের মধ্যে তার অধিকাংশ রচনা লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেল; একমাত্র 'বিষাদ-সিন্ধু' হলো তাঁর পরিচয়— তাঁর পরিচয় নয় বরং বটতলার প্রকাশকদের ব্যবসায়ের মূলধন। এমন একজন কৃতিশিল্পীর প্রতি এমন বিস্মরণ আসলে জাতীয় আত্মবিস্মৃতিরই নামান্তর। তাই মশাররফ হোসেনকে পুনরাবিষ্কার করার প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। তার গ্রন্থাবলীকে পাঠকসমাজে উপস্থাপনের দ্বারাই তা সম্ভব। আর এ-কাজটি সহজসাধ্য ছিলনা। ডক্টর মান্নান দুঃসাধ্য এই কাজে আত্মনিয়োগ করে এক বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন। এ-ক্ষেত্র তার গৌরব ও কৃতিত্ব অসাধারণ।

নজরুল, সিরাজী, আবুল হুসেন, মধুসূদন, প্যারীচাঁদ রচনাবলী সংগ্রহে সম্পাদকদের শ্রমের প্রতিও আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি কিন্তু এটা সত্য যে, নিজেদের সংগ্রহ অথবা

দেশের গ্রন্থাগার ও গবেষণা-প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁদের সহায় হয়েছে। পক্ষান্তরে মশাররফ রচনাবলী দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় রচনা-সংকলন প্রকাশ ছিল এক দুরূহ কর্ম। দেশের প্রাচীন গ্রন্থাগারসমূহে কালে-ভদ্রে সে-রচনার দু-এক কপি পাওয়া গিয়েছিল। বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, চাকরাইল রিজওয়ান লাইব্রেরী, দেলদুয়ার জমিদার বাড়ি ইত্যাদি স্থান থেকে মীরের কিছু রচনা সংগ্রহ করা গেছে। কিন্তু দেশের বাইরে, বিশেষ করে, পশ্চিম বঙ্গের কোন-কোন গ্রন্থাগারে, লন্ডনে বৃটিশ মিউজিয়াম ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে এবং আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে মীর-রচনার যে-সব কপি সংরক্ষিত আছে তা সংগ্রহ করা সহজসাধ্য ছিলনা। এই-সব স্থান থেকে মীরের রচনাবলী ডক্টর মান্নান সংগ্রহ করেছেন—এ-ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা-একাগ্রতা, অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহল প্রশংসনীয়। আসলে যথার্থ পাত্রেই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। কলকাতা, লণ্ডন এবং শিকাগোতে কেউ কোনদিন মশাররফ হোসেনের বই অনুসন্ধানের জন্য যেতেননা বা যাবার সুযোগ পেতেননা। ভিন্ন গবেষণা-প্রকল্প নিয়ে যখন তিনি ঐ-সব স্থানে যাবার সুযোগ পেয়েছেন তখন উদ্দেশ্যবশে অথবা অকস্মাৎ তিনি অনেক রচনা সংগ্রহ করতে পেরেছেন। যেমন, ১৯৭৭ সালে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কাজ করবার সময় তিনি মশাররফ হোসেনের 'উপদেশ' [(১৩০৯) হজরত লোকমান তদীয় পুত্রকে যে উপদেশ প্রদান করেন তার বঙ্গানুবাদ] গ্রন্থখানির হদিশ পান। এ-প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেছেন :

> ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে বিভিন্ন লেখক কর্তৃক মশাররফ হোসেন সম্পর্কে যে-সব গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার কোনটিতেই "উপদেশ" পুস্তিকার কোন হদিশ কেউ দেননি। প্রকৃতপক্ষে পুস্তিকাটির পরিচয় তো দূরের কথা তার নাম পর্যন্ত কোথাও উল্লিখিত হয়নি। (মী. ম. র-স.—২য় খণ্ড, পৃ. গ্রন্থ-প্রসঙ্গ চল্লিশ)

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় বিদেশে গিয়ে ডক্টর মান্নান শুধু সুযোগের সদ্ব্যবহারই করেননি, বহুমাত্রিক কৌতূহলেরও পরিচয় দিয়েছেন। মীর সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা এবং অনুসন্ধানের পরও এই নতুন তথ্য আবিষ্কার সম্পাদকের নিজস্ব কৃতিত্ব। এই আবিষ্কারের ফলে আর একটি নতুন তথ্যও মশাররফ-গবেষণায় সংযোজিত হলো—সে এই যে, তিনি অনুবাদকও ছিলেন। মশাররফ প্রতিভা যে সত্যিই বহুমাত্রিক তা আরও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনা ছাড়াও পত্র-পত্রিকায় পরিকীর্ণ রচনা বিপুল শ্রম ও অদম্য অধ্যবসায়ে ডক্টর মান্নান সংগ্রহ করেছেন। 'হাফেজ', 'কোহিনূর' প্রভৃতি অধুনা দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার ফাইল অনুসন্ধান করে গলিত-প্রায় পত্র থেকে তিনি মীরের বেশ কিছু সম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ রচনা কপি করেছেন। সে-সময় সংগ্রহ না করলে তা চিরতরে হারিয়ে যেত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে পরবর্তী বহু গবেষক শুধু বিজ্ঞাপন দেখে অথবা দ্বিতীয় হস্তের

তথ্যের উপর নির্ভর করে মীর সম্পর্কে তথ্য (?) পরিবেশনের প্রয়াস পেয়েছেন। ডক্টর মান্নান প্রতিটি তথ্যকে যাচাই করে মূল-উৎস থেকে তার পরিচয় দিয়েছেন। ১৩০৫/০৬ সালের 'কোহিনূর' থেকে সম্পাদক শিল্পীর অসমাপ্ত 'নিয়তি কি অবনতি' ('সত্য ঘটনা-মূলক জীবন্ত উপন্যাস') সংগ্রহ করেছেন। এ-ছাড়া মীরের গ্রন্থাকারে অসংকলিত রচনা সংগ্রহ করেও তিনি রচনা-সম্ভারে সংযোজিত করেছেন। ১৩০৫ সালের 'কোহিনূর' থেকে 'সৎপ্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধটি তিনি সংগ্রহ করেছেন। এ-ধরনের রচনা যে বিশেষ মূল্যবান সে-সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হলো :

> মীর-মানস যাঁরা বুঝতে চান তাঁদের জন্য 'নিয়তি কি অবনতি' ও 'সৎপ্রসঙ্গ' মূল্যবান অবলম্বন হতে পারে। (ঐ, পৃ. চৌত্রিশ)

রচনা-সম্ভারের প্রথম খণ্ডে সম্পাদক চৌদ্দ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা লিখেছেন। এ-ভূমিকার মূল বক্তব্য গদ্যশিল্পী হিসেবে মশাররফ হোসেনের কৃতিত্ব ব্যাখ্যা। এ-ক্ষেত্রে রামরাম বসু, রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা উদ্ধৃত করে তুলনামূলক পদ্ধতির আশ্রয়ে তিনি বলেছেন :

> বিদ্যাসাগরের হাতেই ভাষা সুকুমার সাহিত্যের বাহন হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এবং মীর মশাররফ হোসেন উভয়ে বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত ভাষাশৈলী অনুসরণ করেই তাঁদের সাহিত্য রচনা শুরু করেন। (মী. ম. র-স—১, ভূমিকা পৃ. সাত)

অন্যত্র 'রত্নবতী'র ভাষাশৈলী সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে প্রফেসর মান্নান প্রতিবাদী কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন যে, "তাঁর ভাষা সম্পর্কে এমন কথাতো বলা যায়না, যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুকরণ বা অনুসরণ করেছেন। তিনি যদি কারো ভাষা অনুসরণ করে থাকেন তা হলে, সে-ভাষা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। এবং ঐ একই ভাষাকে বঙ্কিমচন্দ্রও অনুসরণ করে তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু করেন।" (ঐ, পৃ. সাত)

ডক্টর মান্নান মীর মশাররফ হোসেনের 'প্রতিভার চমৎকারিত্ব' অনুভব করেছেন—তিনি মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্রের মত উচ্চশিক্ষিত না-হয়েও তাঁর গদ্য ছিল সুললিত, মধুর এবং বলিষ্ঠ। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন 'গদ্যশিল্পী'। মশাররফ হোসেনের কবিতার সৌন্দর্য বোধ হয় সম্পাদককে আকৃষ্ট করতে পারেনি। সে-গুলোকে তিনি 'পদ্য' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে বিষয়গত তাৎপর্যে এবং রচনা-সম্ভারের খাতিরে তা যথার্থভাবে সংগ্রহন করা হয়েছে। লেখকের শৈলী-প্রসঙ্গে এই মূল্যায়ন যথার্থ। তবে মশাররফ হোসেনের রচনাবলীর সামগ্রিক মূল্যায়ন তিনি করেননি। সুতীব্র সমাজ ও ইতিহাসসচেতন মীরের রচনাবলীর আলোকে সে-বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচিত হয়নি। দেশকালের প্রেক্ষাপটে লেখক-জীবন ও মানসের পূর্ণ পরিচয় ভূমিকায় প্রত্যাশা করা অনুচিত নয়। রচনা-সম্ভারের পঞ্চম খণ্ডে তিনি মীর মশাররফ হোসেনের জীবনী আলোচনা করবেন বলে উল্লেখ করেছেন। রচনা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও চেতনার বিশ্লেষণ পাঠকের জন্য

প্রয়োজন—সম্পাদক বোধ হয় কাজটি সম্পন্ন করবেন ৫ম খণ্ডে। মীরের বিচিত্র জীবন সম্পর্কে জানবার কৌতূহল শেষ খণ্ড পর্যন্ত জাগ্রত থাক, এই আমাদের কামনা।

মশাররফ রচনা-সম্ভারের এই দুটি খণ্ড মীর-রচনার অনেক অজ্ঞাত অংশ পাঠক-সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করেছে। এতে বিগত শতাব্দীর সমাজ ও জীবন সম্পর্কে জানবার পরিধিও বেড়ে গেছে অনেক পরিমাণে। উৎসুক গবেষকের জন্য খুলে গেছে একটি নতুন দিগন্ত—এখন সেই রচনাবলীর আলোকে দেশকালের বিচিত্র প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হচ্ছে। যত শীঘ্র সম্পূর্ণ রচনাবলী দিনের আলোক পাবে, ততই আলোচনা-গবেষণার সীমা সম্প্রসারিত হবে।

পাঠক দীর্ঘদিন থেকে মীরের রচনাসমূহের নাম শুনেছেন এবং অদেখা বস্তু সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। পনেরো শতাধিক পৃষ্ঠার দু-খণ্ড রচনাবলী হাতে আসবার সঙ্গে-সঙ্গে বিস্ময়ে-পুলকে সত্যিই অভিভূত হতে হয়। সমগ্র রচনা-সম্ভারে যে-সংখ্যক গ্রন্থ সংযোজন করতে পারবেন বলে সম্পাদক প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, পরে দেখা গেল তার চেয়ে অনেক বেশি তথ্য ক্রমানুয়ে সংগৃহীত হয়েছে। রচনার এই পরিমাণ সমকালীন লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক বলেই মনে হয়।

আলোচ্য রচনা-সম্ভার সংকলনে সম্পাদকের শ্রম ও গবেষণা প্রবণতার সঙ্গে বিশ্বস্ততার সমন্বয় সাধিত হয়েছে। কোন গোঁজামিল এখানে নেই। যা তিনি পেয়েছেন তা সংযোজন করেছেন, আপ্তবাক্য দ্বারা মন ভরাতে চাননি। অন্য গবেষকের তালিকায় কোন কোন নাম আছে অথচ রচনার অস্তিত্বের সন্ধান তিনি পাননি, তা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করেছেন। 'হজরত ইউসোফ' এবং 'খোতবা' গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত গ্রহণ করেছেন। 'তহমিনা', 'টালা অভিনয়' এবং 'নিয়তি কি অবনতি' ইত্যাদি গ্রন্থ উদ্ধারে তাঁর প্রয়াস যেমন অনবচ্ছিন্ন, তেমনি বিশ্বস্ত। বহু সংস্করণে গৌরবান্বিত 'বিষাদ-সিন্ধু'র ৮ম সংস্করণ থেকে সম্পাদক মূলপাঠ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দুষ্প্রাপ্যের কারণে পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোর সঙ্গে তাঁর গৃহীত পাঠের তুলনামূলক বিচার করতে পারেননি বলে সম্পাদক দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত এবং সুচারুরূপে প্রকাশিত আলোচ্য রচনা-সম্ভার (দু-খণ্ড) মশাররফ হোসেনকে নতুন-রূপে, বাস্তবভাবে, আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখকরূপে তিনি হয়েছেন সন্দেহাতীতভাবে আলোকিত। এই উপস্থাপনার জন্য ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান অভিনন্দনযোগ্য। তিনি এই সম্পাদনা কর্মের দ্বারা জাতীয় জীবনের এক গ্লানি মোচন করে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীকে ঋণী করেছেন। রচনাবলী প্রকাশের বিরাট দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বাংলা একাডেমীও ধন্যবাদার্হ।

মুহম্মদ মজির উদ্দীন